দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৪ ...

কলেজে ভর্তি সমস্যা

'ভর্তি সমস্যা' অন্তত রাজধানীর বাসিন্দাদের কাছে নূতন কিছু নয়। স্কুল হইতে শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এই সমস্যা তাঁহাদের নিত্য সঙ্গী। এবং এই সমস্যা যে কতটা ভোগায় তাহা ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা অবগত আছেন। এইবারও ভর্তি সংক্রান্ত সংকটের খবর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে এই ক্ষেত্রে সংকটটি জাতীয় পর্যায়ে।

পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী এইবার এস এস সি পরীক্ষায় ৫ লাখ ৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পাস করিয়াছে। কিন্তু সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে আসন রহিয়াছে তাহাতে সদ্য পাস করা উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের আড়াই লাখই ভর্তির সুযোগ পাইবে না। দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৭৩টি সরকারী ও ৭৬৭টি বেসরকারী কলেজ, ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ১৬টি কমার্শিয়াল কলেজ, ৩৯টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ও একটি গ্রাফিকস আর্টস ইনস্টিটিউটসহ মোট এক হাজার ১১০টি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী কলেজসমূহে তিন লাখ ১২ হাজার এবং কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সুযোগ হইলেও বাকী ২ লাখ ৪৩ হাজারেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাইবে না। গত বছরও ১ লাখ ৬০ হাজার এসএসসি পাস ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারে নাই।

প্রশ্ন হইতেছে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হইতে ব্যর্থ এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পরিণতি কি হইবে? একটি বেসরকারী গবেষণা সংস্থার জরিপ হইতে জানা যায় যে, এসএসসি পাসের পর ড্রপ আউটের সংখ্যা দাড়ায় শতকরা ৪০ ভাগ। ইহার মধ্যে ৩০ ভাগ পরীক্ষা পাসের পর পরিবারকে সাহায্য করার জন্য উপার্জন করার চেষ্টায় লাগিয়া যায় (যেহেতু ইহাদের কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা থাকে না সেহেতু ইহারা কতটা উপার্জনক্ষম হইয়া থাকে তাহা ভাবিবার বিষয়) এবং বাকি ১০ ভাগ কোথাও ভর্তি হইতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়াশোনাই ছাড়িয়া দেয়। অনেকের মতে সন্ত্রাস, বোমাবাজি, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজির হোতা এবং চেলারা বাহির হইয়া আসে এই হতাশ বেকার তরুণদের মধ্যে হইতেই। এই হতাশ তরুণদের সংখ্যা এই বছর আরও বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের ভবিষ্যৎ লইয়া ভাবিতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মেধাবী ছাত্ররাই উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হওয়ার অধিকার রাখেন। এই মত অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কি বিপুল সংখ্যক উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত জনশক্তি প্রয়োজন, নাকি বিপুল সংখ্যক বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়িয়া তোলা প্রয়োজন? বর্তমানে দেশে যে বিপুল সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত বেকার রহিয়াছে তাহাদের কথা মনে রাখিয়া উক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে। অনেকে বলেন যে, মেধাবী ছাত্রদের (দেশের প্রয়োজনানুসারে) উচ্চ শিক্ষার পথে চালিত করিয়া বাকিদের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়েই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়া বিভিন্ন পেশা ধরাইয়া দেওয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য হওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষার পাঠক্রম পুনর্বিন্যাসেরও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রহিয়াছে। বেকার সৃষ্টির পরিবর্তে কর্মসংস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্কুলের পাঠসূচীর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।